যুগান্তর

তারিখ ... 24 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ......

পটুয়াখালীতে এমপি রনি ও তার সমর্থকদের দখল থেকে স্কুলের শ্রেণীকক্ষটি মুক্ত হওয়ার পর অফিসের নাম মুছে ফেলা হচ্ছে । যুগান্তর

অবশেষে বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে নেয়া হল রনির কার্যালয়

পটুয়াখালী/গলাচিপা প্রতিনিধি

এমপি গোলাম মাওলা রনির অনুসারীরা শেষ পর্যন্ত তাদের দখলে থাকা দলীয় কার্যালয়টি ছেড়ে দিলেন। দীর্ঘ তিন বছর গলাচিপা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণীকক্ষ দখলে নিয়ে তারা দলীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অভিযোগ উঠেছে, এ সময়ের মধ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কোনো ভাড়া দেয়া হয়নি। যদিও প্রতি মাসে চার হাজার টাকা ভাড়া দেয়ার চুক্তি হয়েছিল। শ্রেণীকক্ষে রাজনৈতিক দলের কার্যালয় চালানোর ঘটনায় একদিকে বিদ্যালয়ে পাঠদান ব্যাহত হয়, অন্যদিকে ছাত্রীদের মধ্যে এ ঘটনায় তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আরও অভিযোগ উঠেছে, মূলত ক্ষমতার দাপটে এমপি রনি তার অনুসারীদের নিয়ে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে অবৈধভাবে রাজনৈতিক দলের কার্যালয় খুলেছিলেন। শুক্রবার সকালে কক্ষের দখল ছেড়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে রনির অনুসারীদের আওয়ামী লীগের পাল্টা কার্যালয়টি বন্ধ হয়ে গেল। অভিযোগ রয়েছে, এমপি রনি ২০১০ সালের ২১ আগস্ট থেকে গলাচিপা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষটি আওয়ামী লীগের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন। এর আগে তিনি বেশ কিছুদিন উপজেলা আওয়ামী লীগের মূল কার্যালয় দখল করে রেখেছিলেন। উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ হারুন অর রশিদ জানান, তাদের তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মুখে এমপি রনি মূল কার্যালয় ভবন ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং ক্ষমতার জোরে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে পাল্টা আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলেন। একই সময়ে তিনি কয়েকজন অনুসারীকে দিয়ে আওয়ামী লীগের পাল্টা উপজেলা কমিটিও গঠন করেন। মোঃ হারুন অর রশিদ আরও জানান, পটুয়াখালী জেলা কমিটি এমপি রনির অনুসারীদের কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা এবং অনুসারীদের দল থেকে বহিষ্কার করেছিল। কিন্তু এমপি রনি সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা উপেক্ষা করে তার ইচ্ছামতো কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন।

এমপি সমর্থিত অংশের সভাপতি মোঃ রেজাউল করিম হাওলাদার জানান, বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ শ্রেণীকক্ষটি ছেড়ে দেয়ার নোটিশ করায় তা শুক্রবার বিকেলে ছেড়ে দেয়া হয়।